খসড়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বিধিমালা, ২০২১

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সুচিপত্র

১.	বিধিমালার নাম:	০৩
২.	সংজ্ঞা	০৩
৩.	অন্যান্য আইনের প্রযোজ্যতা	০৪
৪.	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন	০৪
৫.	নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ	০৪
৬.	নিবন্ধন সনদ প্রদান	০৪
৭.	নিবন্ধন প্রাপ্তির শর্ত	০৪
৮.	নিবন্ধন নবায়ন	০৫
৯.	নিবন্ধন স্থগিত, বাতিল, ইত্যাদি	০৬
১০.	শিশু সেবা মূল্য	০৭
১১.	নিবন্ধন বহি, হিসাব-নিরীক্ষা ও প্রতিবেদন	০৮
১২.	দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা	০৮
১৩.	পরিদর্শক	১১
১৪.	পরিদর্শকের ক্ষমতা	১১
১৫.	কমিটি গঠন	১২
১৬.	অভিভাবকগণের সহিত মতবিনিময়	১২
১৭.	প্রশাসনিক জরিমানা	১২
১৮.	পুনর্বিবেচনা	১২
১৯.	আপিল	১২
২০.	নিবন্ধন সনদ ব্যতীত কেন্দ্র পরিচালনার দন্ড	১২
২১.	নির্দেশনা অমান্য বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দন্ড	১২
২২.	সংক্রামক রোগের বিস্তার এবং তথ্যগোপনের অপরাধ ও দন্ড	১৩
২৩.	শিশুর নিরাপত্তা বিপন্নকারী কার্য করিবার দন্ড	১৩
২৪.	কর্তব্যে অবহেলার দন্ড	১৩
২৫.	শিশুর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের দন্ড	১৩
২৬.	কেন্দ্র হইতে শিশু নিখোঁজ বা হারাইয়া যাওয়ার দন্ড	১৩
২৭.	ক্যামেরায় গৃহীত ছবি, রেকর্ডকৃত কথাবার্তার সাক্ষ্য মূল্য	১৩
২৮.	কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন	১৩
২৯.	মামলা, তদন্ত ও জামিন	১৩
৩০.	মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার	১৪
৩১.	প্রতিবেদন	১৪
৩২.	বকেয়া আদায়	১৪
৩৩.	নিবন্ধণ ফরম	১৫
৩৪.	শিশু ভর্তির আবেদন ফরম	১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ **১৮ই ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/ ২১ অক্টোবর ২০২১ এসআরও নং২৮৬- আইন/২০২১** শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন-২০২১ (২০২১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৩ এর ক্ষমতা বলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:

১। বিধিমালার নাম: এই বিধিমালা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বিধিমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়

(১) 'অভিভাবক' অর্থ শিশুর পিতা, মাতা বা এমন কোনো ব্যক্তি যিনি Guardians and Wards Act, ১৮৯০ (Act No. VIII of ১৮৯০) এর অধীনে কোনো শিশুর কল্যাণে আদালত কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বা ঘোষিত অভিভাবক (Guardian);

(২) 'আপিল' অর্থ ধারা ১৯ এ উল্লিখিত আপিল;

(৩) 'কেন্দ্র' অর্থ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র;

(৪) 'নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ' অর্থ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বিধিমালা ২০২১ ধারা ৫ এর অধীন নির্ধারিত নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ;

(৫) 'নির্ধারিত' অর্থ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ২০২১ বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত;

(৬) 'নিবন্ধন সনদ' অর্থ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বিধিমালা ২০২১ এর ধারা ৬ এর অধীন প্রদত্ত নিবন্ধন সনদ;

(৭) 'পরিদর্শক' অর্থ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন ২০২১ এর ধারা ১৩ এর অধীন নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তা;

(৮) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৯) 'ব্যক্তি' অর্থ যে কোনো ব্যক্তি এবং কোনো কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার, ফার্ম বা অন্য কোনো সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১০) 'শিশু' অর্থ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তির ৪ মাস হতে ৬ (ছয়) বছর বয়সের শিশু;

(১১) 'শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র' অর্থ কোনো ইমারত, বাড়ি, নির্ধারিত স্থান, কক্ষ বা কোনো আঙ্গিনা যাহাতে কোনো শিশু দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে অবস্থান করে;

(১২) 'আইন' অর্থ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন ২০২১ (২০২১ সনের ১০ নং আইন);

(১৩) 'কর্মী': শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা ও শিশুর যত্নে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মচারী;

(১৪) 'কোম্পানি' অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) তে সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানি;

৩। বিধিমালার প্রযোজ্যতা: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, এই বিধিমালাও সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন ২০২১ এর ধারা ৪ অনুযায়ী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপিত হইবে।

৫। নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ: এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিয়োগকৃত নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ।

৬। নিবন্ধন সনদ প্রদান:

(১) বেসরকারী পর্যায়ে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করিতে চাহিলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ এর ধারা ৬ উপ-ধারা (৩) এবং এই বিধিমালার বিধি ৬ এর উপবিধি (৩) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্র নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিবেচনা করিয়া কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নিবন্ধন সনদ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত নিবন্ধন সনদের মেয়াদ হইবে ৩ (তিন) বৎসর এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে উহা নবায়নযোগ্য হইবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করিতে চাহিলে তাহাকে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট নিবন্ধন কার্যালয়ের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

(ক) নিবন্ধনের ফি হইবে ১০,০০০/= (দশ হাজার) টাকা।

(৪) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন **নির্ধারিত পদ্ধতিতে**, যাচাই-বাছাই করিয়া, উক্ত আবেদনপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে।

(৫) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোনো কেন্দ্র (উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন) স্থাপিত ও পরিচালিত হইলে উক্ত কেন্দ্র পরিচালনাকারী ব্যক্তিকে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন ২০২১ কার্যকর হইবার ৬ (ছয়) মাস সময়ের মধ্যে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন ২০২১ এর অধীন উহার নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে।

৭। নিবন্ধন প্রাপ্তির শর্ত: (১) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ আইন এর ধার ৭ অনুযায়ী নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত শর্তে কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নিবন্ধন সনদ প্রদান করিতে পারিবে, যদি-

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) তাহার/প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে ন্যূনতম ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার সচ্ছলতা থাকে;

(গ) তিনি আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর উক্ত দেউলিয়াত্বের অবসান ঘটিয়া থাকে;

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অপরাধে দন্ডিত হইয়া থাকেন এবং দণ্ডভোগের পর ২ (দুই) বৎসর সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে;

(ঙ) তাহার ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক ও শিশু দিবাযত্ন সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ থাকে;

(চ) তাহার শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারী থাকে;

(ছ) তাহার নিম্নরূপ অবকাঠামো বা স্থাপনা থাকে;

১) ভৌত অবকাঠামোর ধরণ: পাকা/আধাপাকা;

২) পাকা দালানে লিফট না থাকিলে সর্বোচ্চ ৪র্থ তলা, লিফট থাকলে সর্বোচ্চ ৭ম তলায় কেন্দ্র স্থাপন করা যাইবে;

৩) প্রতিটি শিশুর জন্য গড়ে ৫০ বর্গফুট হারে (শিশুর উপযোগী ইনডোর খেলাধুলা, খাবার, পড়শুনা, ব্যয়াম ও ঘুমানোর জন্য) কেন্দ্রের আয়তন সর্বনিম্ন ৩০০০ বর্গফুট হইতে হইবে;

৪) কেন্দ্রে টয়লেট, রান্নাঘর ও পানির সুব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

৫) টয়লেট ও বেসিন শিশুর বয়স উপযোগী উঁচু স্থানে স্থাপন করিতে হইবে;

৬) পানি পানের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

৭) পর্যাপ্ত পরিমানে আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

৮) বারান্দার নিরাপত্তা দেয়াল বা বেড়া থাকিতে হইবে;

৯) ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার ও পোশাক পরিবর্তনের জায়গা থাকিতে হইবে;

১০) মেয়ে ও ছেলে শিশুদের জন্য টয়লেটে আলাদা আলাদা নির্দেশিকা থাকিতে হইবে;

১১) শিশুদের খেলার জন্য বয়স ভিত্তিক আলাদা জায়গার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

১২) কেন্দ্রে প্রবেশ পথ প্রশস্ত, সমতল, আলোকিত-যা শিশুদের উপযোগী হইতে হইবে;

১৩) বয়স ভিত্তিক ইনডোর গেইমসের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। আউটডোর গেইমসের জায়গা থাকাও দরকার;

১৪) পড়া, খাওয়া, খেলাধূলা ও ঘুমানোর আলাদা আলাদা ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

১৫) কেন্দ্রের একটি সাইন বোর্ড থাকিতে হইবে এবং দর্শণীয় স্থানে সাইন বোর্ড স্থাপন করিতে হইবে;

১৬) সাইন বোর্ডে কেন্দ্রের নাম, ঠিকানা, প্রতিষ্ঠানের নাম থাকিতে হইবে;

১৭) কেন্দ্র পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইবে;

১৮) কেন্দ্রে অগ্নি নির্বাপকযন্ত্রের যথাযথ ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

১৯) শিশু যেন বাহিরে যাইতে না পারে সেই রকম নিরাপত্তা বেষ্টনি থাকিতে হইবে;

২০) আশে পাশে জলাশয় থাকিলে তাহা আড়াল করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কোনো গার্মেন্টস বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান কেন্দ্র পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানকে উহার লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ এর ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এবং অত্র বিধিমালার বিধি ৭ এর উপবিধি (১)এর অধীন প্রতিপালনীয় কোনো শর্ত হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) নিবন্ধন সনদ ইস্যুর তারিখ হইতে অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কেন্দ্রের কার্যক্রম আরম্ভ করিতে হইবে এবং কোনো ব্যক্তি উক্ত সময়ের মধ্যে কেন্দ্র পরিচালনার কার্যক্রম আরম্ভ করিতে ব্যর্থ হইলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধন সনদ বাতিল হইয়া যাইবে।

(৪) নিবন্ধন সনদ প্রাপ্ত ব্যক্তি নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট নিবন্ধন সনদ হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

(৫) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তি কেন্দ্রের অবস্থান ও ঠিকানা পরিবর্তন করিতে পারিবেন না।

৮। নিবন্ধন নবায়ন: (১) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ নিবন্ধন সনদের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে **নির্ধারিত পদ্ধতিতে** ফি আদায় সাপেক্ষে নিবন্ধন সনদ নবায়ন করিতে পারিবে:

(ক) নিবন্ধন নবায়ন ফি: ৫,০০০/= (পাঁচ হাজার) টাকা।

(২) নিবন্ধন প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান শিশু দিবাযত্ন কন্দ্রে, আইন ২০২১ ও এই বিধিমালার যে কোন শর্ত অমান্যের কারণে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ সরকারী বিধি বিধান অনুযায়ী নিবন্ধন সনদ নবায়ন করিতে অস্বীকার করিতে পারিবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি নিবন্ধন সনদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে উহা নবায়নের জন্য আবেদন করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধন নবায়ন বিলম্ব ফি ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা প্রদান সাপেক্ষে সনদ নবায়নের আবেদন করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্র নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ এই বিধিমালার বিধি ৯ অনুসারে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে।

৯। নিবন্ধন স্থগিত, বাতিল, ইত্যাদি:

(১) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত কোনো কারণে **নির্ধারিত পদ্ধতিতে** তদন্ত ও শুনানির সুযোগ প্রদান সাপেক্ষে কোনো কেন্দ্রের নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে, যদি-

(ক) মিথ্যা তথ্য প্রদান বা প্রতারণার মাধ্যমে নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করা হইয়া থাকে;

(খ) শিশু দিবাযত্ন কন্দ্রে আইন, ২০২১ ও এই বিধিমিালার বা সনদের কোনো শর্ত লঙ্ঘন করা হইয়া থাকে;

(গ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন নবায়ন না করা হইয়া থাকে;

(ঘ) নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির পর নিবন্ধন গ্রহীতা কোনো ফৌজদারি অপরাধে দন্ডিত হইয়া থাকেন;

(ঙ) কোম্পানি, সংস্থা, অংশীদারি কারবার বা আইনগত সত্তার ক্ষেত্রে উহার অবসায়ন ঘটিয়া থাকে;

(চ) সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তি শিশু দিবাযত্ন কন্দ্রে, আইন ২০২১ –এর অধীন কোনো অপরাধের জন্য দন্ডিত হইয়া থাকেন;

(ছ) এই বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো কারণে।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন কোনো কেন্দ্রের নিবন্ধন সনদ স্থগিত করা হইলে উক্ত কেন্দ্রে কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, কোনো কেন্দ্রের নিবন্ধন স্থগিত করা হইলে উক্ত কেন্দ্রের সেবার আওতাভুক্ত কোনো শিশুকে তাহার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের আবেদনের ভিত্তিতে তৎসন্নিহিত কোনো কেন্দ্রে সেবা প্রদান করা যাইবে।

(৩) সরকার বা নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ এবং এই বিধিমালা বা নিবন্ধন সনদের কোনো শর্ত লঙ্ঘনের কারণে **নির্ধারিত পদ্ধতিতে** কোনো কেন্দ্রের সনদ স্থগিত এবং উহার কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ, উপবিধি (৩) এর অধীন প্রদত্ত বন্ধ বা স্থগিত আদেশ **নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে** প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(৫) নিবন্ধন সনদ হারাইয়া গেলে বা পুড়িয়া গেলে বা অন্য কোনোভাবে বিনষ্ট হইয়া গেলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ **নির্ধারিত পদ্ধতিতে** এবং নিম্নরূপ শর্ত পালন সাপেক্ষে সনদের অবিকল নকল (ডুপ্লিকেট কপি) প্রদান করিতে পারিবে:

(ক) নিবন্ধন সনদ হারাইয়া গেলে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি (সাধারণ ডাইরি) করিতে হইবে;

(খ) জিডি (সাধারণ ডাইরি) সনদের অবিকল নকল (ডুপ্লিকেট কপি) প্রাপ্তির আবেদনের সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে;

(গ) নিবন্ধন সনদের অবিকল নকল /ডুপ্লিকেট কপি ফি ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা;

(ঘ) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত জমা স্লিপের মাধ্যমে ফি গ্রহণ করিবে এবং সরকারী বিধি-বিধান অনুযায়ী সরকারি কোষাগারে যথাসময়ে জমা দিতে হইবে।

১০। শিশু সেবা মূল্য:

(১) এই বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতি ও হারে প্রতিটি কেন্দ্রে শিশু সেবা মূল্য গ্রহণ করা যাইবে।

ক) শিশু সেবা মূল্য: সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে

১) শিশু ভর্তি ফি ৫০০/- (পাঁচ শত) টাকা ;

২) মাসিক ফি ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা;

৩) প্রতিমাসের ৫-১০ তারিখের মধ্যে চলমান মাসের মাসিক ফি অভিভাবক কর্তৃক জমা দিতে হইবে;

৪) শিশু মাসের আংশিক সময়ে কেন্দ্র অবস্থান করলেও পূর্ণ মাসিক ফি জমা দিতে হইবে;

৫) সংশ্লিষ্ট শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে উক্ত ভর্তি ও মাসিক ফির অর্থ জমা দিতে হইবে;

৬) নির্ধারিত তারিখে মাসিক ফি প্রদানে ব্যর্থ হইলে শিশুকে দিবাযত্ন কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ সেবা প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করিতে পারিবে;

৭) এছাড়া শিশুর অভিভাবকও ৭ (সাত) দিনের নোটিশ প্রদান পূর্বক কেন্দ্রের সমুদয় পাওনা পরিশোধ করে শিশুকে কেন্দ্র হইতে প্রত্যাহার করিতে পারিবেন;

৮) প্রত্যাহারকৃত শিশু পুনরায় ভর্তি ফি ৫০০/-(পাঁচ শত) টাকা প্রদানপূর্বক ভর্তি হইতে পারিবে। তবে ভর্তির জন্য যদি কেন্দ্রে অপেক্ষমান তালিকা থাকে তাহা হইলে অপেক্ষমান তালিকাভুক্ত শিশুর ভর্তির পরে সিট খালি থাকা সাপেক্ষে প্রত্যাহারকৃত শিশুকে পুনরায় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে ভর্তি করিতে হইবে;

৯) আর্থিক লেন-দেন সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী হইবে।

খ) শিশু সেবা মূল্য: ব্যক্তি/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির কেন্দ্রের ক্ষেত্রে-

১) শিশু ভর্তি ফি ৫০০/-(পাঁচ শত) টাকা;

২) মাসিক ফি সর্বোচ্চ ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা;

৩) প্রতিমাসের ৫-১০ তারিখের মধ্যে চলমান মাসের মাসিক ফি অভিভাবক কর্তৃক জমা দিতে হইবে;

৪) শিশু মাসের আংশিক সময়ে কেন্দ্র অবস্থান করিলেও পূর্ণ মাসিক ফি জমা দিতে হইবে;

৫) সংশ্লিষ্ট শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে উক্ত ভর্তি ও মাসিক ফির অর্থ জমা দিতে হইবে;

৬) নির্ধারিত তারিখে মাসিক ফি প্রদানে ব্যর্থ হইলে শিশুকে দিবাযত্ন কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ সেবা প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করিতে পারিবে;

৭) এছাড়া শিশুর অভিভাবকও ৭ (সাত) দিনের নোটিশ প্রদান পূর্বক কেন্দ্রের সমুদয় পাওনা পরিশোধ করে শিশুকে কেন্দ্র হইতে প্রত্যাহার করিতে পারিবেন;

৮) প্রত্যাহারকৃত শিশু পুনরায় ভর্তি ফি ৫০০/-(পাঁচ শত) টাকা প্রদানপূর্বক ভর্তি হইতে পারিবে। তবে ভর্তির জন্য যদি কেন্দ্রে অপেক্ষমান তালিকা থাকে তাহা হইলে অপেক্ষমান তালিকাভুক্ত শিশুর ভর্তির পরে সিট খালি থাকা সাপেক্ষে প্রত্যাহারকৃত শিশুকে পুনরায় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে ভর্তি করিতে হইবে;

৯) আর্থিক লেন-দেন সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী হইবে।

গ) শিশু সেবা মূল্য: ব্যক্তি/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত নিম্নবিত্ত শ্রেণির কেন্দ্রের ক্ষেত্রে-

১) শিশু ভর্তি ফি ৫০০/-(পাঁচ শত) টাকা;

২) মাসিক ফি সর্বোচ্চ ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা;

৩) প্রতিমাসের ৫-১০তারিখের মধ্যে চলমান মাসের মাসিক ফি অবিভাবক কর্তৃক জমা দিতে হইবে;

৪) শিশু মাসের আংশিক সময়ে কেন্দ্র অবস্থান করিলেও পূর্ণ মাসিক ফি জমা দিতে হইবে;

৫) সংশ্লিষ্ট শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে উক্ত ভর্তি ও মাসিক ফির অর্থ জমা দিতে হইবে;

৬) নির্ধারিত তারিখে মাসিক ফি প্রদানে ব্যর্থ হইলে শিশুকে দিবাযত্ন কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ সেবা প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করিতে পারিবে;

৭) এছাড়া শিশুর অভিভাবকও ৭ (সাত) দিনের নোটিশ প্রদান পূর্বক কেন্দ্রের সমুদয় পাওনা পরিশোধ করে শিশুকে কেন্দ্র হইতে প্রত্যাহার করিতে পারিবেন;

৮) প্রত্যাহারকৃত শিশু পুনরায় ভর্তি ফি ৫০০/-(পাঁচ শত) টাকা প্রদানপূর্বক ভর্তি হইতে পারিবে। তবে ভর্তির জন্য যদি কেন্দ্রে অপেক্ষমান তালিকা থাকে তাহা হইলে অপেক্ষমান তালিকাভুক্ত শিশুর ভর্তির পরে সিট খালি থাকা সাপেক্ষে প্রত্যাহারকৃত শিশুকে পুনরায় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে ভর্তি করিতে হইবে;

৯) আর্থিক লেন-দেন সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী হইবে।

১১। নিবন্ধন বহি, হিসাব-নিরীক্ষা ও প্রতিবেদন: (১) সকল শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা, প্রতিষ্ঠার সন ও তারিখ, পরিচালনাকারী ও নিযুক্ত কর্মচারীদের ব্যক্তিগত পরিচিতি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, নিবন্ধন সনদ প্রদানের তারিখ ও নম্বর এবং অনুরূপ বিষয়ে নিবন্ধনবহি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) সকল কেন্দ্রের আয়-ব্যয়ের হিসাব **নির্ধারিত পদ্ধতিতে**_লিখিতভাবে বা ক্ষেত্রমত ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রত্যেক বৎসর শেষে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত নিরীক্ষা ফার্ম কর্তৃক শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নিরীক্ষিত বাৎসরিক আয়-ব্যয় সংক্রান্ত একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১২। দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা:

(১) সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এবং সকল ধরণের শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এই বিধিমালার বিধি ৮, বিধি ৯, এবং বিধি ১০ নং-এ বর্ণিত শর্তসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন করিতে হইবে।

(২) শিশু ভর্তির সময় প্রত্যেক কেন্দ্রে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অভিভাবক বা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধির নিকট হইতে শিশু গ্রহণ এবং অভিভাবক বা উক্ত প্রতিনিধির নিকট নির্দিষ্ট সময়ে শিশু হস্তান্তর করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক কেন্দ্রে শিশুর যাবতীয় এই বিধিমালার বিধি ১১ এ অনুযায়ী সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক কেন্দ্রে সনদের নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী এবং বিধি ৭ উপবিধি (ছ)-এ বর্ণিত ভৌত অবকাঠামো থাকিতে হইবে।

(৫) কেন্দ্রে নির্ধারিত শিশু সেবা বা ক্ষেত্রমত, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর প্রয়োজনীয় সেবা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপত্তা, চিকিৎসা, বিনোদন, শিক্ষা ও শিশুর জন্য অনুকূল পরিবেশ ও নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৬) **সেবা প্রদান সময়কাল:** সকাল ৭:৩০ ঘটিকা হইতে বিকেল ৫:৩০ পর্যন্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র খোলা থাকিবে।

১২.১ কেন্দ্র পরিচালনা সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি

(ক) কেন্দ্রে শিশুর সংখ্যা:

১) সাধারণভাবে প্রতিটি কেন্দ্রের শিশুর সংখ্যা হইবে ৩০(ত্রিশ) জন তবে প্রমিত মান অনুযায়ী স্থান সংকুলান সাপেক্ষে কেন্দ্রে শিশুর সংখ্যা সর্বোচ্চ ৬০ জন হইতে পারিবে;

২) শিশুর বয়স ৪ মাস হতে ৬ (ছয়) বছর পর্যন্ত হইতে হইবে;

৩) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর জন্য বিশেষ পরিচর্যাকারী থাকিতে হইবে।

খ) শিশু ভর্তি

১) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মা/ব্যক্তির ৪ মাস হতে ৬ (ছয়) বছর (৭২ মাস) বয়সের শিশুর জন্য মা/বাবা/অবিভাবক কর্তৃক নির্ধারিত ভর্তি ফরমে শিশু ভর্তির আবেদন করিতে হইবে;

২) কর্মরত প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়ন ও আয়ের তথ্যসহ শিশু ভর্তি ফরমে বর্ণিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে শিশু ভর্তি করা হইবে;

৩) ভর্তির আবেদন নির্ধারিত আসনের বেশী হইলে অপেক্ষমান তালিকা তৈরী করিতে হইবে। সিট খালি থাকা সাপেক্ষে অপেক্ষমান তালিকা হইতে শিশু ভর্তি করিতে হইবে;

৪) শিশু ভর্তি সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষণ ও গোপনীয়তা রক্ষা করিতে হইবে।

(গ) শিশুর খাবার:

১) শিশুর বয়স অনুযায়ী ৩ (তিন) বেলা (সকালে নাস্তা, দুপুরে খাবার ও বিকেলে হালকা নাস্তা) খবার শিশুকে পরিবেশন করিতে হইবে। এ সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রোকারিজ থাকিতে হইবে;

২) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত খাবার মেনু অনুযায়ী খাবার পরিবেশন করিতে হইবে;

৩) ফল, বিস্কুট, কেক ব্যতীত শিশুর স্বাস্থ্য উপযোগী সকল খাবার যথাসম্ভব কেন্দ্রে রান্না করিয়া পরিবেশন করিতে হইবে;

৪) শিশুস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন খাদ্য শিশুকে দেওয়া যাইবে না।

ঘ) স্বাস্থ্য সেবা:

১) কেন্দ্রে ফাস্ট এইড বক্স থাকিতে হইবে;

২) শিশুর আকস্মিক অসুস্থতায় কেন্দ্রে হইতে শিশুর পিতা/মাতা/অভিভাবকের সহিত তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইব;

৩) শিশুর শরীরের কোন স্থানে কাটিয়া গেলে, পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইলে, নাক দিয়ে রক্ত ঝরিলে, শ্বাস কষ্ট হইলে, পেটে ব্যথা হইলে স্বাস্থ্য শিক্ষিকা কর্তৃক প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া যাইবে, তবে ডাক্তারের অনুমোদন ছাড়া কোন অবস্থায় শিশুকে কোন ঔষধ খাওয়ানো যাইবে না;

৪) শিশু অসুস্থ হইলে দ্রুত পিতা/মাতা/অভিভাবককে জানাইতে হইবে। জরুরী প্রয়োজনে পিতা/মাতা/অভিভাবককে অবহিত করিয়া তাহাদের অনুমতিক্রমে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতাল/ক্লিনিক/চিকিৎসকের কাছে নেওয়া যাইতে পারে। এ ধরনের প্রয়োজনের বিষয় বিবেচনায় কেন্দ্রে শিশু ভর্তির সময়েই কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ অভিভাবকের নিকট হইতে অনাপত্তি পত্র/অঙ্গিকারনামা গ্রহণ করিতে পারিবে;

৫) শিশুর চিকিৎসার জন্য চলমান কোন ঔষধ থাকিলে অভিভাবকের অনুমতি ও নির্দেশনা মোতাবেক (অভিভাবক কর্তৃক সরবরাহকৃত) ঔষধ খাওয়ানো যাইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে ঔষধের প্যাকেটের সাথে শিশুর বিবরণ, ঔষধের ডোজ, পরিমান, মাত্রা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া শিশুর নাগালের বাহিরে সংরক্ষণ করিয়া রাখিতে হইবে;

৬) জরুরী অবস্থায় শিশুর পিতা/মাতা/অভিভাবক/পরিচালনাকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগের জন্য আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(ঙ) শিশুর শিক্ষা ব্যবস্থা

১) সরকার প্রণীত বয়স ভিত্তিক পাঠ্য পুস্তক থাকিতে হইবে;

২) সরকার প্রণীত বয়স ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার পুস্তকাদি দ্বারা পাঠ দানের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

৩) নিয়মিত শরীর চর্চা ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের আয়োজন করিতে হইবে;

৪) বিনোদনের মাধ্যমে যেমন শিক্ষণীয় কার্টুন, গান, ছোটদের ফিল্ম, পরিবেশ পরিচিতি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে;

৫) শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য বয়স ভিত্তিক বিভিন্ন ছড়া/গল্পের বই, ড্রয়িং বই, খাতা, পেনসিল, বোর্ড ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(চ) কর্মী ব্যবস্থাপনা ও নিয়োগ:

১) ৫০-৬০ জন শিশু সম্বলিত কেন্দ্রে কমপক্ষে ১ জন ডে-কেয়ার অফিসার বা ব্যবস্থাপক (মহিলা), ১ জন শিক্ষিকা, ১ জন স্বাস্থ্য শিক্ষিকা, ৪ জন আয়া/যত্নকারী, ২জন বাবুর্চি ও ৩ জন নিরাপত্তা প্রহরী থাকিতে হইবে;

২) ৩০-৪০ জন শিশু সম্বলিত কেন্দ্রে কমপক্ষে ১ জন ডে-কেয়ার অফিসার বা ব্যবস্থাপক (মহিলা), ১ জন শিক্ষিকা, ১ জন স্বাস্থ্য শিক্ষিকা, ২ জন আয়া/যত্নকারী, ১জন বাবুর্চি ও ২ জন নিরাপত্তা প্রহরী থাকিতে হইবে;

৩) ডে-কেয়ার অফিসার বা ব্যবস্থাপক স্নাতক ডিগ্রিধারী, শিক্ষিকা ন্যূনতম এইসএসসি/সমমানের এবং স্বাস্থ্য শিক্ষিকা ন্যূনতম এইসএসসি/সমমান ও পুষ্টি, নার্সিং, প্যারামেডিক বা চিকিৎসাজনিত শিক্ষার সনদপ্রাপ্ত হইতে হইবে;

৪) আয়া (কেয়ার গিভার) মহিলারা নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন যাহারা ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাস হইতে হইবে;

৫) বাবুর্চি ন্যূনতম পঞ্চম শ্রেণী পাস হইতে হইবে (মহিলা অগ্রাধিকার);

৬) নিরাপত্তা কর্মী ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাস হইতে হইবে (পুরুষ)।

৭) নিয়োগের সময় সকলের বয়স ১৮ বছরের উর্দ্ধে হইবে এবং অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দিতে হইবে;

৮) ব্যক্তি/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সকল নিয়োগে সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৬) কেন্দ্রে শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনে প্রবেশ পথে মেটাল ডিটেক্টর বা আর্চওয়ে, প্রবেশপথ, গুরুত্বপূর্ণ স্থান, কেন্দ্রের চারপাশ ও প্রয়োজনীয় স্থানে দীর্ঘ সময়ের ভিডিও চিত্র ধারণের ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চ মানসম্পন্ন নাইট ভিশন ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বা অনুরূপ ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র স্থাপন করিতে হইবে।

(৭) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক ১ (এক) টি কেন্দ্র পরিচালনা ম্যানুয়াল প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহা 'শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা ম্যানুয়াল' হিসেবে নিবন্ধন প্রদানের সময় নিবন্ধন সনদের সাহিত সরবরাহ করা হইবে।

(৮) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/ব্যক্তি/কেন্দ্র, 'শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১', তদধীন প্রণীত 'বিধিমালা' ও 'শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা ম্যানুয়াল' (সমন্বয়ে) অনুসরণ করিয়া সকল কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে। সরকার কর্তৃক শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ এর কোন ধারা/উপধারা পরিবর্তন/সংশোধন/যোজন-বিয়োজন করা হইলে সে মোতা এই বিধিমালাও পরিবর্তিত হইবে।

১৩। পরিদর্শক: (১) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার বা নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ উহার মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৯ম গ্রেডের একজন কর্মকর্তা পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন বা যে কোনো কর্মকর্তা বা অন্য কোনো কর্মকর্তাকে পরিদর্শক হিসাবে নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(২) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ আদেশ দ্বারা প্রত্যেক পরিদর্শকের কর্ম এলাকা বা এখতিয়ার সম্পন্ন এলাকা নির্ধারণ করিতে পরিবে।

১৪। পরিদর্শকের ক্ষমতা: (১) এখতিয়ারভুক্ত এলাকার পরিদর্শক যেকোনো সময়ে যে কোনো কেন্দ্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) কোনো পরিদর্শক যুক্তিসংগত যে কোনো সময়ে তাহার এখতিয়ারাধীন এলাকার কোনো কেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং উক্ত কেন্দ্রের যে কোনো লগ বুক, প্রতিবেদন, উপাত্ত, নথিপত্র, বিল বা অন্যবিধ দলিল পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনে উক্ত দলিলের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষের অনুলিপি বা ফটোকপি বা প্রয়োজনীয় তথ্যাদিও (extract) সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং উক্ত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকারী, পরিচালনাকারী, নিয়ন্ত্রণকারী বা উক্ত কেন্দ্রে কর্মরত কোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৩) পরিদর্শক কোনো কেন্দ্রের নিবন্ধন সনদ প্রদর্শন বা কোনো তথ্য সরবরাহের জন্য অনুরোধ করিলে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকারী বা পরিচালনাকারী বা নিয়ন্ত্রণকারী বা উক্ত কেন্দ্রে কর্মরত কর্মচারী অনুরোধকৃত সনদ বা তথ্য সরবরাহসহ প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করিবেন।

(৪) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ এর অধীন দায়িত্ব পালনকালে কোনো ব্যক্তি পরিদর্শককে বাধা প্রদান করিবেন না বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবেন না বা সজ্ঞানে কোনো মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য মৌখিক বা লিখিত যাহাই হউক না কেন প্রদান করিবেন না।

(৫) উপবিধি (১), (২) ও (৩) এর অধীন পরিদর্শনকালে যদি প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ বা এই বিধি লঙ্ঘন করিয়াছে বা উক্ত কেন্দ্রে কোনো অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে তবে পরিদর্শক তল্লাশি পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং অপরাধ সংঘটনকালে ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ কোনো পণ্য, উপাদান, রেকর্ড, রেজিস্টার, দলিল বা অনুরূপ বিষয়ে অন্য কোনো প্রমাণ জব্দ করিয়া উহা নিকটস্থ থানায় দাখিল করিবেন।

(৬) এই বিধির অধীন পরিদর্শনকালে পরিদর্শক কেন্দ্রের পরিবেশ বা সনদের অন্য কোনো শর্ত নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে নিশ্চিত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৭) এই বিধির অধীন পরিদর্শন সম্পন্ন করিবার পর পরিদর্শক যথাশীঘ্র সম্ভব নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট কেন্দ্রের যাবতীয় বিষয়ে তাহার প্রতিবেদন প্রয়োজনে সুপারিশসহ পেশ করিবেন।

১৫। কমিটি গঠন: সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য কার্যপরিধি নির্ধারণ করিয়া এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১৬। অভিভাবকগণের সহিত মতবিনিময়: কেন্দ্র পরিচালনাকারী ব্যক্তি প্রত্যেক ৩ (তিন) মাসে অন্যূন একবার করিয়া সেবা গ্রহণকারী অভিভাবকগণের সহিত নির্ধারিত পদ্ধতিতে মতবিনিময় সভার আয়োজন করিবেন।

১৭। প্রশাসনিক জরিমানা: নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ এর ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২), ধারা ১১, ধারা ১২ ও ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (৬) এবং এই বিধির কোনো বিধি বা আইন ও বিধির অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ লঙ্ঘনের জন্য **নির্ধারিত পদ্ধতি** ও ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ ও আদায় করিতে পারিবে।

১৮। পুনর্বিবেচনা: (১) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ এর অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা সিদ্ধান্ত দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে উক্তরূপে সংক্ষুব্ধ হইবার অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পুনর্বিবেচনার আবেদন করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রাপ্ত হইলে কর্তৃপক্ষ, অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, উহা নিষ্পত্তি করিয়া পূর্বের আদেশ বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে পারিবে।

১৯। আপিল: (১) কোনো ব্যক্তি নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা সিদ্ধান্ত দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে নির্ধারিত **পদ্ধতি ও সময়ের** মধ্যে সরকারের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) আপিল কর্তৃপক্ষ, নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের কোনো আদেশ বা সিদ্ধান্ত বহাল রাখিতে বা উহা সংশোধন, পরিবর্তন, বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২০। নিবন্ধন সনদ ব্যতীত কেন্দ্র পরিচালনার দণ্ড (১) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ এর অধীন প্রদত্ত নিবন্ধন ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কেন্দ্র পরিচালনা করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ, তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা, তবে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার নিম্নে নহে, অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন অপরাধ পুনঃসংঘটনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকবার অপরাধ সংঘটনের জন্য প্রথম অপরাধের দ্বিগুণ কারাদণ্ডে ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২১। **নির্দেশনা অমান্য বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দণ্ড:** কোনো ব্যক্তি কোনো পরিদর্শকের নির্দেশ অমান্য করিলে বা কাজে বাধা প্রদান করিলে পরিদর্শক তাহাকে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা প্রশাসনিক জরিমানা করিতে পারিবেন।

২২। **সংক্রামক রোগের বিস্তার এবং তথ্যগোপনের অপরাধ ও দণ্ড:** যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কেন্দ্রে- ক) সংক্রামক রোগের বিস্তার ঘটান বা বিস্তার ঘটিতে সহায়তা করেন বা জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও সংক্রামক রোগ বিষয়ে প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন অথবা উক্ত কেন্দ্রে আগত শিশুর অভিভাবকের নিকট সংক্রমণের ঝুঁকির বিষয়টি গোপন করেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ। তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন;

খ) সংক্রামক রোগের সংক্রমন সম্পর্কে যথাযথ তথ্য জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বা ভুল তথ্য প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৩। **শিশুর নিরাপত্তা বিপন্নকারী কার্য করিবার দণ্ড:** কোনো কেন্দ্রে শিশুর নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে এইরূপ কোনো কার্য সংঘটিত হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ, তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৪। **কর্তব্যে অবহেলার দণ্ড:** কোনো ব্যক্তির কর্তব্য অবহেলার কারণে কেন্দ্রে অবস্থানকালে কোনো শিশুর স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ হইলে বা স্বাস্থ্যহানি ঘটিলে উহা হইবে একটি অপরাধ, তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৫। **শিশুর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের দণ্ড:** কোনো ব্যক্তি কেন্দ্রে শিশুর সহিত নির্ধারিত নিষ্ঠুর আচরণ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ, তজ্জন্য তিনি অন্যূন ২ (দুই) মাসের কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৬। **কেন্দ্র হইতে শিশু নিখোঁজ বা হারাইয়া যাওয়ার দণ্ড:** কোনো কেন্দ্র হইতে কোনো শিশু নিখোঁজ হইলে বা হারাইয়া গেলে উহা হইবে একটি অপরাধ, তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ১০ (দশ) বৎসরের কারাদণ্ডে এবং ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৭। **ক্যামেরায় গৃহীত ছবি, রেকর্ডকৃত কথাবার্তার সাক্ষ্য মূল্য : Evidence Act, ১৮৭২** (Act No. I of ১৮৭২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কেন্দ্রে সংঘটিত কোনো অপরাধের ভিডিও, স্থিরচিত্র বা আলোকচিত্র বা অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তির কোনো কথা-বার্তা বা আলাপ-আলোচনার রেকর্ড বা অন্য কোনো ডিজিটাল রেকর্ড উক্ত অপরাধ সংশ্লিষ্ট মামলার বিচারের সময় সাক্ষ্য হিসাবে আদালত কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হইবে।

২৮। **কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন:** শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানির এইরূপ পরিচালক শেয়ার হোল্ডার বা ব্যবস্থাপনা ও সেবামূলক কাজের সহিত জড়িত কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে বা উক্ত অপরাধ প্রতিরোধের জন্য তিনি যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন।

২৯। **মামলা, তদন্ত ও জামিন:** (১) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের মামলা দায়ের উহার তদন্ত ও বিচার Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮ (Act No. V of ১৮৯৮) অনুযায়ী সম্পন্ন হইবে;

(২) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ এর অধীনে সংঘটিত অপরাধ ধারা ২৬ এ বর্ণিত অপরাধ ব্যতীত, অ-আমলযোগ্য (non-cognizable), জামিনযোগ্য (bailable) ও আপোষযোগ্য (compoundable) হইবে।

৩০। **মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার:** শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১-এর ২৬ ধারার অপরাধ ব্যতীত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ এর অধীন সংঘটিত অন্যান্য অপরাধ **মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯** (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

৩১। **প্রতিবেদন:** (১) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ, প্রত্যেক বৎসর ৩১ মার্চ তারিখের মধ্যে, তৎকর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে;

(২) সরকার যে কোনো সময় নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যে কোনো বিষয়ের উপর প্রতিবেদন চাহিতে পারিবে এবং নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ চাহিত প্রতিবেদন সরকারের নিকট যথাশীঘ্র সম্ভব দাখিল করিবে।

৩২। **বকেয়া আদায়:** (১) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ উহার প্রাপ্য সকল ফি, চার্জ, প্রশাসনিক জরিমানা এবং অন্যবিধ সকল পাওনা, সরকারি পাওনা হিসাবে Public Demands Recovery Act, ১৯১৩ (Act No. III of ১৯১৩) এর বিধান অনুযায়ী আদায় করিতে পারিবে। আদায়কৃত সকল ফি, চার্জ আদায়ের সাথে সাথে চালানের মাধ্যমে ১-৩০২১-০০০০-২৬৮১ নম্বরে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হইবে।

(২) উপবিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ উহার কোনো কর্মকর্তাকে উক্ত Act এর Section ৩ এর Clause (৩) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী Certificate Officer হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্ত কর্মকর্তা উক্ত Act এর অধীন Certificate-officer এর সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব সম্পাদন করিতে পারিবে।

মনোয়ারা ইশরাত
পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

খসড়া

১কপি পাসপোর্ট
সাইজ ছবি

নিবন্ধন আবেদন ফরম

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ এর ধারা ৬ উপ-ধারা (৩) এবং বিধিমালার বিধি ৬ এর উপবিধি (৩) এর আলোকে ব্যক্তি পর্যায়ে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের নিবন্ধীকরণের জন্য কর্তৃপক্ষ সমীপে আবেদন।

বরাবর

উপপরিচালক
উপপরিচালকের কার্যালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
.... জেলা।

১. আবেদনকারী/প্রতিষ্ঠানের নাম : ....

২. পেশা:.............................. পিতা: ....মাতা:...................................

৩. স্থায়ী ঠিকানা : ....

৪. বর্তমান ঠিকানা: ....

৫. জাতীয়তা:....................................ধর্ম:...

৬. শিক্ষাগত যোগ্যতা: ....

৭. অভিজ্ঞতা..

৮. আয়ের উৎস :...

৯. ই-টিন নং ....

১০. জাতীয় পরিচয়পত্র নং...

১১. কেন্দ্র খোলার তারিখ (নিবন্ধনের পূর্বে দিবাযত্ন কেন্দ্র চালু করা হলে):...

১২. কেন্দ্রের ঠিকানা: ....

....ফোন/মোবাইল ....

১৩. শিশুর সংখ্যা: ....

১৪. দিবাযত্ন কেন্দ্রের শ্রেণি: ....

স্বাক্ষর ও তারিখ

আবেদনের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজ পত্র জমা দিতে হবে :

১) পাসপোর্ট সাইজের ২কপি ছবি;

২) জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি;

৩) নিবন্ধন ফি সরকারি কোষাগারে জমার চালানের রশিদ;

(আবেদেনের সময় রশিদের মূল কপি প্রদর্শনপূর্বক ফটোকপি জমা দিতে হবে)

৪) ব্যাংক সচ্ছলতার সনদ পত্র;

৫) বিগত বছরের আয়কর সার্টিফিকেট/প্রমাণক;

৬) হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্স /এনজিও হলে নিবন্ধন এবং হালনাগাদ নবায়ন।

খসড়া

শিশু ভর্তির আবেদন ফরম

আবেদনকারীর
১ কপি পাসপোর্ট
সাইজ ছবি

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র:...

বরাবব,
ডে-কেয়ার অফিসার
শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র:
....
....

বিষয়: শিশু ভর্তির আবেদন।

১. আবেদনকারীর নাম......................................পেশা: ....

২. শিশুর নাম:.....................................বয়স: ....

৩. শিশুর জন্ম তারিখ: ....

৪. ঠিকানা.. ....

৫. পিতার নাম:..পেশা: ....

৬. মোবাইল নম্বর :.....................................ইমেইল (যদি থাকে) ....

৭. পিতার নাম:..পেশা: ....

৮. মোবাইল নম্বর :.....................................ইমেইল (যদি থাকে) ....

বি: দ্র: শিশুর মাতা/পিতা/অভিভাবকের পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ২টি ছবি ও জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে।

আবেদনকারী/মাতা/পিতা/অভিভাবকের স্বাক্ষর ও তারিখ

ডে-কেয়ার অফিসারের স্বাক্ষর ও তারিখ

খসড়া

আবেদনকারীর
১ কপি পাসপোর্ট
সাইজের ছবি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিশু দিবাযত্ন কর্মসূচি
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।

শিশুর ১কপি
পাসপোর্ট সাইজ
ছবি

ভর্তি ফরম

....দিবাযত্ন কেন্দ্র

১. শিশুর নাম:..

ছেলে শিশু ☐ মেয়ে শিশু ☐

২. শিশুর জন্ম তারিখ :...

৩. ভর্তির তারিখে শিশুর বয়স..

৪. শিশুর জন্ম সনদ নম্বর..

৫. শিশুর মাতার নাম...

৬. শিশুর পিতার নাম :...

৭. শিশুর অভিভাবকের নাম: (মাতা/পিতার অবর্তমানে) ....

৮. শিশুর মাতার বর্তমান পদবী ও কর্মস্থল : : ....

৯. শিশুর মাতার মাসিক আয়: ....

১০. শিশুর পিতা/অভিভাবকের মাসিক আয় : (চাকুরীজীবী/কর্মজীবী হলে)...............................

১১. শিশুর মাতা/পিতা/অভিভাবকের বর্তমান আবাসিক ঠিকানা:.......................................

স্থায়ী ঠিকানা ....

ফোন/মোবাইল নং..................................জাতীয় পরিচয় পত্র নং......................

১২. শিশুর কোন বিশেষ শারীরিক অসুস্থতা/চাহিদা থাকলে তার বর্ণনা :

আবেদনকারী/মাতা/পিতা/অভিভাবকের স্বাক্ষর ও তারিখ

ডে-কেয়ার অফিসারের স্বাক্ষর ও তারিখ

খসড়া

শিশুর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য ফরম

১. শিশুর নাম:...বয়স: ....

২. মাতা: :................................ ....

৩. পিতা :................................ ....

৪. চিকিৎসকের নাম.....................................মোবাইল নম্বর............................

৫. চলমান অসুস্থতার নাম ....

৬. আপনার শিশুকে কি সকল প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ/না

৭. উত্তর না হলে কোন কোন টিকা দেওয়া হয়েছে তার নাম ও তারিখ...

৮. শিশুকে ঔষধ দিতে হলে তার বিবরণ:

....

৯. আপনার শিশুর বিশেষ কোন প্রবণতা আছে? হ্যাঁ/না

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

ডে-কেয়ার অফিসারের স্বাক্ষর ও তারিখ

খসড়া

নমিনী ফরম

২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র...

অভিভাবক যদি কোন কারণে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুকে দিয়ে যেতে এবং কেন্দ্র থেকে নিয়ে যেতে না পারেন তা দিবাযত্ন কেন্দ্রকে পূর্বেই জানাবেন। এক্ষত্রে অভিভাবক দ্বারা মনোনীত যিনি এই দায়িত্ব পালন করবেন, তার বিবরণ।

১. আবেদনকারীর নাম:..................................পেশা: ....

২. শিশুর নাম:..বয়স: ....

৩. নমিনীর নাম: ....পেশা: ....

৪. বর্তমান ঠিকানা :..

৫. স্থায়ী ঠিকানা :..

ফোন/মোবাইল নং...জাতীয় পরিচয় পত্র নং..

৬. শিশুর সাথে সম্পর্ক..............................বয়স: ....

নমিনীর স্বাক্ষর

স্বাক্ষর সত্যায়নপূর্বক আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

ডে-কেয়ার অফিসারের স্বাক্ষর ও তারিখ

বি: দ্র: ছবির উল্টোপাশে নমিনীর নাম ও শিশুর মাতা/পিতা/অভিভাবকের স্বাক্ষর থাকবে এবং নমিনীর জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।